গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
সাধারণ শাখা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে আয়োজিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২৬/০৯/২০২২ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী'র সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সভার শুরুতে সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান যে, এ কার্যালয়ের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র সংযোজনী-৪ এ উল্লিখিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা'র ১.৩ সূচক অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্টার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা আহবানের বিষয়টি অন্তভূর্ক্ত রয়েছে। সভাপতি এ কার্যালয় এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছে এবং এক্ষেত্রে কি ধরণের প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার অনুরোধ করেন।

শুরুতেই বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: নাজিম উদ্দিন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে ঐতিহাসিক মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ ০৯(নয়) মাস যুদ্ধ করে বাংলার স্বাধীনতা অর্জন করা হয়। তার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন একটি অন্যতম নিয়ামক। সুশাসন প্রতিটি মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। কে কতটুকু দায়িত্ব পালন করবেন তা তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে বুঝতে হবে। একজন সরকারি কর্মচারী হলেন মানবতার সেবক। সকল সরকারী কমর্চারীকে সেবা গ্রহীতার সাথে মানবিক আচরনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী হতে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে অভিমত জানতে চাইলে জনাব মো: গোলাম রুহুল কুদ্দুস এডিসি (সদর), আরএমপি, রাজশাহী জানান যে, সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তাদের মৃত্যু/অক্ষমতা জনিত কল্যাণ তহবিল হতে যে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে ভাল। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয়। তবে সেবা গ্রহীতাদের আবেদনের কার্যকারিতা জানার জন্য অটো ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা থাকলে আরো ভাল হতো মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সভায় অবহিত করেন যে, কল্যাণ তহবিল হতে সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যু/অক্ষমতা জনিত যে আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করা হয় তা সহজতর করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Financial Grant Management System সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, গত ৩১ জুলাই, ২০২২ খ্রি: তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫.০০.০০০০.১২৩.০২.০২৭.১৮ (অংশ-১).৫৬১ নং স্মারকে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে কল্যাণ অনুদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারি করা হয়েছে । উক্ত নির্দেশনাবলীর ৩ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সকল আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Financial Grant Management System সফটওয়্যারে এন্ট্রি প্রদান করতে হবে। এন্ট্রির পর সফটওয়্যার থেকে এন্ট্রি-রিপোর্ট প্রিন্ট নিয়ে নীতিমালার ৩ (ঘ) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী **'সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক অনুদানের চেক ইস্যু করার জন্য সরকারি মঞ্জুরিপত্র (জি.ও) জারি করতে হবে।'** সফটওয়্যারে এন্ট্রি ব্যতীত কোনো আবেদনকারীর অনুকূলে

জি.ও. জারি/অনুদানের অর্থ বিতরণ করা যাবে না। তিনি বলেন যে, গত অর্থবছরের ৮টি আবেদন এবং এ অর্থবছরের ৪টি আবেদন নিষ্পত্তির জন্য সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে এ কার্যালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। নতুন নির্দেশনাবলীর আলোকে আবেদনগুলো নিষ্পত্তির জন্য এ সপ্তাহেই জিও জারি করা হবে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী বলেন যে, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় এ কার্যালয় হতে আওতাধীন সকল দপ্তরে দ্রুত সেবা পাওয়া যাচ্ছে। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে সেবা পেতে কোন ধরণের হয়রানির শিকার হতে হয় না।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়র, রাজশাহী হতে প্রদানকৃত সেবা সম্পর্কে উপপরিচালক (স্বাস্থ্য) রাজশাহী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিভাগীয় কমিশনার অফিস একটি সুপারভাইজিং অফিস। করোনা কালীন সময়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয় মনিটরিং টিম প্রতিনিয়ত করোনার Follow up করেছে। এছাড়াও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ কার্যালয় হতে সমন্বয় কার্যক্রম দ্রুত ও সচেতনভাবে করায় জনকষ্ট ও জনদুর্ভোগ কমানো সম্ভব হয়েছে। তিনি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বাঘা, রাজশাহী বলেন যে, উপজেলা পরিষদের অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায়। এটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন যে, উপজেলা পরিষদের অফিসগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয় থাকলে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগমারা, রাজশাহী বলেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সরকারের মধ্যস্ততাকারী হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিস কাজ করছে।উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোর মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ডাটাবেজ তৈরি করা থাকলে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে। এতে সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত হবে।

সুশাসন নিশ্চিতে সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনায় উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী এর প্রতিনিধি বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মান সম্মত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে কি-না বা নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কি-না তা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। স্কুল পরির্দশক সরেজমিনে উপস্থিত থেকে স্কুল পরির্দশন করছে কিনা তা ট্র্যাকিং ডিভাইস এর মাধ্যমে জানা যায়। সরাকারি নির্দেশ মতে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা বিকাশ এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। সরজমিনে যাচাই বাচাই করে উপবৃত্তির উপকারভোগী তালিকা নির্ধারণ করা হয়।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে তার দপ্তরের ওএমএস, খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর তথ্য ও উপকারভোগীর তালিকা আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীর ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করা হয়। সাধারণ জনগণ আরসি ফুডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে এসব কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। এ প্রসংগে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোতাহার হোসেন বলেন যে, শুধুমাত্র তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যথেষ্ট নয়। প্রান্তিক পর্যায়ের সাধারণ জনগোষ্ঠী যেন সরকারি এ সকল কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে সে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার এর প্রতিনিধি বলেন যে, বাংলাদেশ বেতার সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক তথ্য বাংলাদেশ বেতার এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বলেন, দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইসলামিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি রয়েছে। তাছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে হজ্ব নিবন্ধন কার্যক্রম চালু রয়েছে। যে সকল হাজী অনলাইনে নিবন্ধন করতে পারেন না সে সকল হাজীদের হজ্ব নিবন্ধন করতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সহায়তা করে। এছাড়াও সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ বলেন যে, তার দপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সেচ সেবা নামে একটি অ্যাপস চালু রয়েছে। সেবা

প্রার্থীরা এই এ্যাপসের মাধ্যমে অভিযোগ ও সমস্যা দাখিল করতে পারেন। সেবা প্রার্থীদের দাখিলকৃত অভিযোগ ও সমস্যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী বলেন যে, মাদকসেবনকারী ও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অভিযানে ধৃত আসামীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। মাদক নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তিনি আরো বলেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের অংশগ্রহনে নিয়মিত সভা আয়োজন করা হয়।

সভাপতি, প্রেসক্লাব, রাজশাহী বলেন, সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে। সরকারি দপ্তরগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যক্রম না নিলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হবে। তিনি প্রতিটি দপ্তরে এ সংক্রান্ত মনিটরিং সেল গঠনের সুপারিশ করেন।
সম্পাদক, দৈনিক সোনালী সংবাদ বলেন যে, রেলওয়ের টিকিট ক্রয়ে প্রায়ই জটিলতার সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি পরবর্তী সভায় রেলওয়ের প্রতিনিধি রাখার অনুরোধ করেন। আদালতে চলমান মামলাসমূহের দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে আনার জন্য তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ বলেন যে, তৃণমূল পর্যায়ের অফিসগুলোতে অনেক সময় মানবিক আচরণ করা হয়না। সরকারি কর্মকর্তাকে ‘স্যার’ সম্বোধন করা না হলে অনেক সময় দূর্ব্যবহার করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সূচীতে ‘’**মানবিক আচরণ**’’ বিষয়টি অন্তর্ভূক্তির জন্য তিনি সুপারিশ করেন।

সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বলেন যে, প্রত্যেক সরকারি অফিসে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির সাইন বোর্ড অনেক উপরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। সাইনবোর্ডের লেখা অনেক ছোট হওয়ায় এবং দৃষ্টিগোচর জায়গায় না টাঙ্গানোর কারণে সেবা সম্পর্কিত তথ্য জনগণ বুঝতে পারে না। তিনি সরকারি দপ্তরের কার্যক্রমসমূহ আরটিআই টুলস অনুযায়ী মনিটরিং করার অনুরোধ করেন।

সভাপতি, আদিবাসী পরিষদ, রাজশাহী বলেন যে, কিছু অসাধু কর্মচারী ভূমি দস্যুদের সাথে সিন্ডিকেট করে কাজ করছে।

সভাপতি ওয়েব, রাজশাহী, বলেন যে, সোনালী ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাংক হতে নারী উদ্যোক্তারা সহজে ঋণ পাচ্ছে না। এছাড়াও নারী উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্স পেতে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। করোনাকালীণ সময়ে নারী উদ্যোক্তারা পণ্য প্রদর্শনী মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি এ বিষয়ে পণ্য প্রদর্শনী মেলা আয়োজনের অনুরোধ করেন।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ব্যুরো বাংলাদেশ বলেন যে, জেলা প্রশাসনের সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহীর সেবার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস, রাজশাহী বলেন যে, তারা রাজশাহী জেলা প্রশাসনের সাথে কাজ করেন। রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সেবা প্রদানে আন্তরিক। তিনি উপজেলা পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসনের নিকট হতে আরো বেশি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন মর্মে জানান।

ডিস্ট্রিক ম্যানেজার, আশা, রাজশাহী বলেন যে, করোনাকালে জেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় দু:স্থ মানুষদের সাহায্যে এনজিও সংস্থাগুলো কাজ করেছে।

জেলা সমন্বয়ক, ব্র্যাক, রাজশাহী বলেন যে, বিভিন্ন সরকারি ভাতাভোগীর তালিকা প্রণয়নে ব্র্যাক সরকারকে সহায়তা করে। তিনি এ বিষয়ে আরো এনজিওকে সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করেন।

উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ এর প্রতিনিধি বলেন যে, অপরাধ প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশ সর্বদা

তৎপর রয়েছে। বড়ধরনের অপরাধ ব্যতীত ছোট অপরাধগুলো থানায় সরাসরি মামলা হিসেবে না নিয়ে জিডি আকারে গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিট পুলিশিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলার ৭১টি থানায় প্রতিদিন দায়েরকৃত জিডি'র সংখ্যার ৩০% দৈবচয়নের ভিত্তিতে সেবাগ্রহনকারীদের সরাসরি রেঞ্জ অফিস থেকে কল করে সঠিকভাবে সেবা পেয়েছে কি-না তা জানতে চাওয়া হয়। এ্যাকশানেবল জিডি'র ক্ষেত্রে সরাসরি তদন্ত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে থানায় অভিযোগ গ্রহণ করা না হলে সংশ্লিষ্ঠ এসি অফিস ও এডিসি অফিসে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হয়। ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত মামলার স্বচ্ছতা আনায়নে **পজ মেশিন** ব্যবহার করা হয়। এতে করে জরিমানা সরাসরি ক্যাশে জমা না নিয়ে ইউ ক্যাশের মাধ্যমে জমা নেওয়া হয়। এছাড়াও জরুরী প্রয়োজন ও অভিযোগের ক্ষেত্রে ৯৯৯ এ কল করলে দ্রুত পুলিশি সহায়তা দেওয়া হয়।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগ জানান যে, সরকার কর্তৃক ভূমি সেবা ডিজিটালাইজেশনের জন্য অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। রেকর্ড ডিজিটালাইজেশন , ই-নামজারী, অনলাইনে ভূমি কর প্রদানের পথ সুগম করা হয়েছে। একজন মানুষ ঘরে বসে অনলাইনে ই-পর্চা গ্রহণ, ই-নামজারী আবেদন, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদি সহজে গ্রহণ করতে পারে। আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী বিভাগে 'ক' শ্রেণির মোট ৩২,৩১২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ে মোট ২১,৭৬২১ টি গৃহহীন পরিবারকে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, বিভাগীয় প্রশাসন, রাজশাহী কর্তৃক আগামী ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে রাজশাহী বিভাগের ০৪টি জেলাকে এবং জুলাই ২০২৩ সালের মধ্যে পুরো রাজশাহী বিভাগকে ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় গিয়ে এল এ চেক বিতরণ করা হচ্ছে। ই-মিউটেশন এর কার্যক্রম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে মনিটরিং করা হচ্ছে। এতে নামজারি কেস নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাপনী বক্তব্যে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী জানান যে, অংশীজনদের নিয়ে এ ধরনের সভা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের সেবা নিশ্চিত করা। সেবা প্রার্থীরা সরকারি কর্মচারীদের ব্যবহারে যেন কষ্ট না পায় সে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, সেবার মান উন্নয়নে এ ধরনের সভার গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরও বেশি আন্তরিক হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ করেন। সভাপতি জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সকলকে সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা থাকলে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তর হতে নাগরিকদের প্রদত্ত সেবার মান মানসম্মত ও জনবান্ধব হবে।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১.	সেবা প্রত্যাশীদের প্রতি মানবিক আচরণ গড়ে তুলার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
০২.	সকল দপ্তরকে সেবার তালিকা, কর্মপদ্ধতি, সেবা প্রাপ্তির ফিস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি উল্লেখসহ সিটিজেন চার্টার সর্বদা হালনাগাদ রাখতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শন ও দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
০৩.	জ্বালানী, বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃচ্ছতা সাধন করতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ
০৪.	সেবার মান উন্নয়নে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

০৫.	সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসের দপ্তর প্রধান ২। জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ

পরিশেষে সরকারি দায়িত্ব পালনে শুদ্ধাচার চর্চার উপর গুরুত্বারোপ এবং প্রদত্ত সেবার মান ক্রমাগত বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২২.১০৪৭

তারিখ: ১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩) উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী
৪) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
৫) পরিচালক, স্বাস্থ্য, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৬) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৭) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
৮) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১০) সচিব, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী
১২) অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
১৩) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী
১৪) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী
১৫) উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
১৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগমারা, রাজশাহী
১৭) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, বাঘা, রাজশাহী
১৮) জনাব উমা চৌধুরী জলি, মেয়র, নাটোর পৌরসভা, নাটোর
১৯) আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
২০) পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাজশাহী
২১) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: নাজিম উদ্দিন, রাজশাহী
২২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: মোতাহার হোসেন, রাজশাহী
২৩) সভাপতি, রাজশাহী প্রেস ক্লাব
২৪) জনাব মো: লিয়াকত আলী, সম্পাদক, দৈনিক সোনালী সংবাদ

২৫) জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত, সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী

২৬) নির্বহী পরিচালক, কারিতাস, রাজশাহী

২৭) ইউপি চেয়ারম্যান, হুজুরীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, পবা, রাজশাহী

২৮) জনাব মো: মিজানুর রহমান, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ব্যুরো, বাংলাদেশ

২৯) জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক, ডিস্ট্রিক ম্যানেজার, আশা, ১৪৮/৩ উপশহর, বোয়ালিয়া, রাজশাহী

৩০) জনাব মো: মনিরুল হক, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর, সি ই টি আইবি রাজশাহী

৩১) সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, রাজশাহী

৩২) সভাপতি, বিভাগীয় সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, রাজশাহী

৩৩) জনাব মো: আয়নাল হক, সিনিয়র রিপোর্টার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

৩৪) সভাপতি, নাসিব, রাজশাহী

৩৫) সভাপতি, ওয়েব, রাজশাহী

৩৬) ম্যানেজার, ইউসেপ, রাজশাহী

৩৭) জেলা সমন্বয়ক, ব্র্যাক, রাজশাহী

আবু সালেহ্ মোহাম্মদ হাসনাত
সিনিয়র সহকারী কমিশনার